পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য তথ্য

২০২৪ সালের প্রথম দিকে, আপনারা আই টি এন বুয়েট -এর একদল গবেষকদের কিছুটা সময় দিয়েছিলেন। আপনার কাজ, জীবনযাত্রা এবং যেসব পরিবর্তন চান সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন। এই প্রকল্পের জন্য সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

আমরা খুলনা, কলারোয়া, যশোর, বোয়ালমারী, চৌগাছা, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর এবং সখিপুরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি।

আপনাদের গল্প, এবং কঠিন সময়ে প্রতিকূলতার মধ্যে আপনারা যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা আপনাদের জানাতে চাই যে এই তথ্যগুলো নিয়ে কী করা হচ্ছে এবং আপনাদের উৎসাহিত করতে চাই—আপনারা শহরকে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

আমরা আপনাদের কাছ থেকে যা শুনেছি!

- **সংকীর্ণ ও জরাজীর্ণ বাসস্থানে বেঁচে থাকার লড়াই**

আমরা শুনেছি কিভাবে আপনারা একটি ছোট ঘরে পুরো পরিবার নিয়ে বসবাস করেন, যেখানে সামান্য বৃষ্টি হলেই ঘরের ভেতরে পানি জমে যায়। টয়লেট ও বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে পৌরসভা কিছু উন্নতি করেছে, তবে এখনও অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন।

আমরা বুঝতে পেরেছি যে আপনারা নিরাপদ ও মজবুত ঘর চান, যেখানে আপনার পরিবার ভালোভাবে থাকতে পারবে।

- **আয়ের সুযোগ কমে আসছে**

আগে যে কাজের সুযোগ ছিল, তা কমে আসছে। ম্যানুয়ালভাবে পায়খানা পরিষ্কার করার তুলনায় মেকানিক্যাল পরিষেবার আপনারা কাজ হারিয়েছেন।

- **সুরক্ষামূলক পোশাক (PPE) ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ**

আপনারা অনেকেই সুরক্ষামূলক পোশাক ও সরঞ্জাম ব্যবহার করেন এবং এটিকে কাজের অংশ হিসেবে দেখেন। বিভিন্ন সংস্থা এবং পৌরসভা আপনাদের এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে। কিন্তু অতিরিক্ত গরম ও অস্বস্তির কারণে অনেক সময় সুরক্ষামূলক পোশাক ও সরঞ্জাম পরা কষ্টকর হয়ে যায়। যদি আরও আরামদায়ক পোশাক ও সরঞ্জাম পাওয়া যেত, তাহলে ভালো হতো।

- **ভিন্ন ধরনের চাকরি, ভিন্ন ধরনের ঝুঁকি**

স্বাধীন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা যাদের কোনো এনজিও বা পৌরসভার সহায়তা নেই, তারা আরও বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হন। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা PPE-এর অভাবে কাজ করা আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।
যারা সরকারি বা এনজিও সহায়তা পান, তাদের কিছু সুরক্ষা থাকলেও এখনও অনেক সমস্যা রয়ে গেছে—যেমন অনিরাপদ বাসস্থান, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগের অভাব, কিংবা কম আয়ের সমস্যা।

- **এনজিও-র সহায়তায় আপনারা কণ্ঠস্বর পেয়েছেন**

অনেকেই জানিয়েছেন যে এনজিও ও সমবায়ের মাধ্যমে আপনারা পৌরসভা ও সরকারের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেয়েছেন এবং নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পেরেছেন। তবে যাদের কোনো এনজিও সহায়তা নেই, তারা বলেছেন, "আমাদের কথা কখনো কেউ শোনেনি।"

- **আপনারা সন্তানদের জন্য আরও ভালো ভবিষ্যৎ চান**

আপনাদের অনেকেই চান যে সন্তানরা ভালো ভবিষ্যৎ পাক, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় মনে হয় যে কোনো পথ নেই। কিছু এলাকায় ১২-১৫ বছরের শিশুরাও বাবা-মাকে সহায়তা করতে পরিচ্ছন্নতার কাজ করছে। আমরা শুনে খুশি হয়েছি যে তারা এখনও স্কুলে যাচ্ছে।

- **যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কারের চ্যালেঞ্জ**

অটোমেশন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাড়ায়, তবে কিছু জায়গায় এটি অনেক কর্মীর আয়ের পথ সংকুচিত করেছে। তাই কিছু এলাকায় আবার ম্যানুয়াল পরিষ্কারের দিকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা দেখা গেছে, অন্য জায়গায় পুরোপুরি অটোমেশনের বিরোধিতা করা হয়েছে।

আমরা আপনাদের চিন্তা-ভাবনাকে গুরুত্ব দিই এবং কর্মক্ষেত্রে আরও ভালো পরিবেশ তৈরি করতে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহসিকতাকে সাধুবাদ জানাই। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাজ কঠিন, অনেক সময় অদৃশ্য থেকে যায়, কিন্তু এটি প্রতিটি সমাজের জন্য অপরিহার্য।

আমরা আপনাদের উৎসাহিত করতে চাই...

- **স্বাস্থ্য সবার আগে**

পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আপনার স্বাস্থ্য! PPE ব্যবহার করুন, যথেষ্ট পানি পান করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্রাম নিন। কোনো চোট বা স্বাস্থ্য সমস্যা হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আপনার যদি হাসপাতালে চিকিৎসা বা জীবনবীমার প্রয়োজন হয়, তাহলে পৌরসভা, নিয়োগকর্তা, সিটি কর্পোরেশন বা কোনো এনজিওর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

- **পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সংগঠন শক্তি বৃদ্ধি করে**

একসঙ্গে কথা বললে এবং সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজলে পরিবর্তন আসতে পারে। সমবায় সংগঠনগুলো আপনাদের সমস্যাগুলো আলোচনার সুযোগ দেয় এবং সম্মিলিতভাবে সমাধানের পথ খুঁজতে সহায়তা করে। এখন একটি জাতীয় পরিচ্ছন্নতা কর্মী নেটওয়ার্ক গঠিত হচ্ছে। যে কোনো পরিচ্ছন্নতা কর্মী এতে যোগ দিতে পারেন।

- **পরিচ্ছন্নতা খাত পরিবর্তিত হচ্ছে**

ধীরে ধীরে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে, যার উদ্দেশ্য হলো ম্যানুয়াল শ্রম কমিয়ে স্বাস্থ্যকর বিকল্প তৈরি করা। প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করুন, যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার শিখুন এবং যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে আলোচনা করুন।

- **আপনার অধিকার জানুন!**

শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ কিছু আইন ও নীতিমালা রয়েছে। এসব অধিকার জানা থাকলে ন্যায্যতা নিশ্চিত করা সহজ হয়। পৌরসভার অফিসার বা কোনো এনজিও কর্মীর সাহায্যে এসব জানার চেষ্টা করুন।

- **প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন ও সঞ্চয় করুন/ঋণ ব্যবহারে সচেতন হোন**

আমরা বুঝতে পারি আপনাদের এই কাজ শারীরিকভাবে কঠিন ও কখনো কখনো অনিশ্চিত হতে পারে। নতুন দক্ষতা অর্জন করলে বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা সমাজে আরও সম্মানিত হয়েছেন।

আমরা আপনাদের জন্য কাজ চালিয়ে যাব!

- **মল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবার চাহিদা তৈরি করা**

আমরা এমন কার্যক্রম ও নীতিমালার জন্য কাজ করে যাব, যা পায়খানা পরিষ্কারের চাহিদা বাড়াবে—যাতে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে অবৈধ ড্রেন সংযোগ রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও আমরা কাজ করব।

- **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব**

আমরা চাই পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা পৌরসভার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে কাজ করুক, যাতে সংগঠনগুলো টিকে থাকতে পারে এবং কর্মীদের জন্য নিশ্চিত কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

- **ন্যায্য বেতন কাঠামো ও যান্ত্রিক সরঞ্জামের সহজপ্রাপ্তি**

আমরা চাই যান্ত্রিক পদ্ধতির কারণে কর্মীদের আয় কমে না যায়। তাই আমরা ন্যায্য মজুরি কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাব।

ধন্যবাদ!

আপনারা সময় নিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প শেয়ার করেছেন, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। আপনাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত এখন সরকারকে জানানো হবে, যাতে ভবিষ্যতে মল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে উন্নয়ন সম্ভব হয়। আমরা এমন কর্মসূচিও আয়োজন করছি, যেখানে সরকারি কর্মকর্তা ও দাতারা আপনাদের কাজের সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতি দেবেন।

ITN-BUET
Centre for Water Supply and Waste Management

Practical ACTION